ভোরের কাগজ

৬৩

তারিখ ... FEB. 7 . 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪২ ... কলাম ... ৭ ...

অনার্স পরীক্ষায় সিলেবাসবহির্ভূত প্রশ্নপত্র

রাজশাহীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ টাঙ্গাইলে সড়ক অবরোধ

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিআরটিসির একটি দোতলা বাস, একটি মাইক্রোবাস, একটি ট্রাক ও কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। তারা রাজশাহী কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়েও ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

এদিকে টাঙ্গাইলেও সাদত কলেজের শিক্ষার্থীরা একই দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স (পার্ট-৩) '৯৭-এর পরীক্ষায় অর্থনীতি পার্ট-৩ ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিক-২ এর প্রশ্নপত্র সিলেবাসবহির্ভূত হওয়ার অভিযোগ এনে তা বাতিলের দাবিতে রাজশাহী কলেজের পরীক্ষার্থীরা গতকাল সকালে ক্লাস বর্জন করে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এর আগে তারা কলেজের অর্থনীতি বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল শেষে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে সমাবেশ শুরু করে। অবরোধের কারণে রাজশাহী মহানগরীর প্রধান ব্যস্ততম সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ অবরোধ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায়। ক্রমেই তা সোনাদীঘি মোড়, সাহেববাজার বড়ো রাস্তা, মালোপাড়া, গণকপাড়া ও হেতেম খাঁ সদর হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হলে এসব এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দেড়ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলার সময় বেশ কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ ছাড়াও কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজশাহী কলেজ সড়ক অবরোধকালে ছাত্ররা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, অর্থনীতি (ব্যাষ্টিক-সমষ্টিক) পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও গতকাল টাঙ্গাইল-ঢাকা সড়ক অবরোধ করে। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা প্রতীক ধর্মঘটের ফলে উত্তরাঞ্চল ও টাঙ্গাইলের সঙ্গে রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকে। ছাত্রছাত্রীরা করটিয়া কলেজের কাছে সড়কে অবস্থান নেওয়ায় দুপাশে শত শত গাড়ি আটকে যায়। কলেজের ভিপি হাসান ইমাম খান সোহেল হাজারীর অনুরোধ পরে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্রছাত্রীরা।